Q.1 দর্শনের স্বরূপ কি ?

Ans:- 'দর্শন' কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হল 'PHILOSOPHY' যা দুটি গ্রীক শব্দ থেকে উদ্‌ভূত হয়েছে। একটি হল 'Philos' , যার অর্থ হল 'অনুরাগ' বা 'আগ্রহ' (Love) এবং অপরটি হল 'Sophia' , যার অর্থ হল 'জ্ঞান'(Knowledge) । সুতরাং 'PHILOSOPHY' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ (Love Of Wisdom) । আর এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যার জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ আছে তাকেই 'দার্শনিক' বা 'PHILOSOPHER" বলা যায় ।

গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস সর্বপ্রথম 'PHILOSOPHER' শব্দটি ব্যবহার করেন ।

Q.2 দর্শনের স্বরূপ কি ?(ভারতীয় মতে)

Ans:- সাধারনত পাশ্চাত্য দর্শনে যাকে 'Philosophy' বলে ভারতীয় দর্শনে তাই "দর্শন" নামে পরিচিত । কিন্তু পাশ্চাত্যের 'Philosophy' এবং ভারতীয়দের "দর্শন" শব্দ দুটির অর্থ অভিন্ন নয় । ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'Philosophy' শব্দের অর্থ হল "জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ"(Love of Wisdom) । ভারতীয় দর্শনে 'দর্শন' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'সত্যদর্শন' বা 'তত্ত্বদর্শন' । সংস্কৃত 'দৃশ' ধাতুর সঙ্গে 'অনট' প্রত্যয় যোগ করে 'দর্শন' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। 'দৃশ' ধাতুর বাংলা অর্থ হল 'দেখা' বা 'প্রত্যক্ষ করা' । কিন্তু যে কোনো দেখাকেই 'দর্শন' নামে অভিহিত করা যায় না । ভারতীয় মতে দর্শন হল সত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি , অর্থাৎ সত্য বা তত্ত্বকে দেখা এবং তার স্বরূপ উপলব্ধি করা ।

Q.3 'PHILOSOPHY' ও 'দর্শন' কী সমার্থবোধক ?

Ans:- পাশ্চাত্য দেশে যাকে 'Philosophy' বলা হয় ভারতবর্ষে তারই প্রতিশব্দ হিসেবে 'দর্শন' কথাটি প্রচলিত । কিন্তু 'Philosophy' ও 'দর্শন' শব্দদুটি সমার্থবোধক নয় । 'Philosophy' শব্দটির অর্থ ' জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ' আর 'দর্শন' শব্দটির অর্থ 'সত্যদর্শন' বা 'তত্ত্বদর্শন' । পাশ্চাত্য শব্দ 'Philosophy' জ্ঞানের উন্মেষ সাধন করে এবং প্রাচ্য শব্দ 'দর্শন' উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কথা বলে । একটি হল সত্যের প্রতি ভালোবাসা এবং অপরটি হল সত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি । তবে দুটি বিষয়ের আলোচনা পদ্ধতি ও আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে । তাই 'Philosophy'-র প্রতিশব্দ হিসেবে 'দর্শন' পদটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

Q.4 দর্শনের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মত গুলি কি কি ?

Ans:- পাশ্চাত্য দর্শনের উৎপত্তিকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে নানাবিধ মতবাদ লক্ষ্য করা যায় ,এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মত হলো -

১) বিস্ময় থেকে দর্শনের উদ্ভবঃ- প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলেছেন , "বিস্ময় থেকে দর্শনের শুরু বা উৎপত্তি"। এই বৈচিত্র্যময় জগতের বিপুল ঐশ্বর্য দেখে মানুষের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে আর বিস্ময় থেকে জন্ম নেয় জানার আকাঙ্খা । তাই তার মনে জেগেছে নানাবিধ জীজ্ঞাসা - জগত সৃষ্টি হল কি ভাবে ? জগতের কি কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে ? জীবন কি ? মৃত্যু কি ? মৃত্যুতেই কি জীবনের শেষ , না মৃত্যুর পরেও কোনো জীবন আছে ? -এইসকল প্রশ্নগুলি যখন মানুষকে অস্থির করে তোলে তখনই মানুষ ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে এবং যার ফলস্বরূপ দর্শনের উদ্ভব ঘটেছে।

২) সংশয় থেকে দর্শনের উদ্ভবঃ- আধুনিক ফরাসী দার্শনিক রেঁনে দেকার্ত বলেছেন , "সংশয় থেকে দর্শনের উৎপত্তি"। তিনি তাঁর দর্শন শুরু করেছিলেন জগতের সবকিছু সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে , এমনকি তিনি নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করেন এবং দেখেন যে , সব কিছু সম্পর্কে সংশয় পোষণ করা গেলেও নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা যায় না। তাই তিনি সিদ্ধান্ত করেন , "আমি চিন্তা করি , অতএব আমি আছি" ("I Think , therefore I Exist").বিচারবিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো কিছু যাচাই করাকেই বলে সংশয় বা সন্দেহ করা । এই সংশয় মানুষকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে । সংশয় থেকে আসে বিচার এবং বিচার থেকেই মানুষের মনে আসে দার্শনিক চিন্তা ।

৩) উপযোগিতাবোধ থেকে দর্শনের উদ্ভবঃ- আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে উইলিয়াম জেমস , জন ডিউই প্রমুখ প্রয়োগবাদী দার্শনিকেরা বলেছেন , "উপযোগিতাবোধ থেকেই দর্শনের উৎপত্তি"। একজন দার্শনিকের সেই চিন্তাই করা উচিত , যার উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা আছে । জীবনে সত্যতা প্রতিষ্ঠাই দর্শন আর বাস্তব জীবন হল সত্যতা নির্ধারণের মাপকাঠি । সুতরাং বাস্তব জীবনের সংঘাতে যেসব সমস্যা উদ্‌ভুত হয় , তার সমাধান ও মূল্য নির্ধারণ করাই দার্শনিকের প্রধান কাজ । কাজেই বলা যায় , প্রয়োজনবোধ বা উপযোগিতাবোধ হল দর্শন চিন্তার উৎস।

৪) জীবন ও অভিজ্ঞতার সমালোচনা থেকেই দর্শনের উদ্ভবঃ- কার্ল মার্ক্স , জাঁ পল সার্ত্রে প্রমুখ আধুনিক দার্শনিকদের মতে , " জীবন ও অভিজ্ঞতার সমালোচনা ও সমাধানের চেষ্টা থেকেই দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে । কার্ল মার্ক্সের মতে । কেবল তত্ত্ব আলোচনাই দর্শনের উদ্দেশ্য নয় , বরং কীভাবে শোষক শ্রেণীকে বিলুপ্ত করে এক শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে তার পথনির্দেশ করাই হল দর্শনের উদ্দেশ্য । অনুরূপভাবে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রে মানব সত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন , ব্যক্তির অস্তিত্বই মূখ্য , সারধর্ম গৌণ। অর্থাৎ "অস্তিত্ব সারধর্মের পূর্বগামী" ("Existence is prior to essence")। মানুষের সংগ্রাম হল অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকে জানার সংগ্রাম । কাজেই জীবন সমস্যার সমাধান করাই হল দার্শনিকের প্রধান কাজ ।

Q.5 দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী কী ?

Ans:- দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী হল সামগ্রিক বা অখণ্ড । দর্শন জগত ও জীবন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা গঠন করতে চায় । জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন দিকগুলির এক একটিকে বিষয় করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি হয়েছে । এজন্যই বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হল খণ্ড । কিন্তু দর্শন তার সামগ্রিক বা অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মূল সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে এবং এদের সারধর্ম উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে ।

Q.6 দর্শনের পদ্ধতি কী ?

Ans:- দর্শনের পদ্ধতি হল বিচারমূলক পদ্ধতি । কেননা এই পদ্ধতির মাধ্যমে কেবল আলোচ্য বিষয়ের যুক্তিগ্রাহ্য , বুদ্ধিগ্রাহ্য ও সার্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়

Q.7 দর্শনের আলোচ্য বিষয় কী?

Ans:- দর্শন হল সর্বব্যাপক শাস্ত্র । জীবন এবং অভিজ্ঞতার এমন কোনো দিক নেই যা দর্শনের আলোচনার আওতায় পড়ে না । দৃশ্যমান জগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগৎ এবং জীবন সবকিছুই দর্শনের পরিধির অন্তর্ভূক্ত ।

Q.8 দর্শনের উদ্দেশ্য কী ?

Ans:- দর্শনের উদ্দেশ্য হল জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানবীয় অভিজ্ঞতার যৌক্তিক বিচার করা , বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলির পুর্বস্বীকৃতি , নৈতিক চেতনা , ধর্মীয় অনুভূতি , সত্য, শিব বা মঙ্গল ও সুন্দর প্রভৃতি প্রত্যয়গুলির যুক্তিসংগত বিচার বিশ্লেষণ করা ।

Q.9 দর্শনের কাজ কী ?

Ans:- জীবনের প্রকৃত অর্থ , উদ্দেশ্য ও মূল্য নির্ধারণ করা এবং মানুষের বৌদ্ধিক চেতনা , নৈতিকতা , আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে যথার্থ জ্ঞান দান করা দার্শনিকের প্রধান কাজ ।দর্শনের অপর একটি কাজ হল বিভিন্ন বিজ্ঞান লব্ধ সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জগতের মূল্যায়ন করা ।

Q.10 দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে কয়েকজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিকের অভিমত গুলি কি কি ?

 # প্লেটোঃ(Plato)- "দর্শন হল বস্তুসত্তার জ্ঞান , যা নিত্য , অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত"।

 # অ্যারিস্টটলঃ(Aristotle)- "দর্শন হল এমন এক বিজ্ঞান ,যা সত্তার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে এবং এই স্বরূপের অঙ্গীভূত যেসব বৈশিষ্ট্য-তার অনুসন্ধান করে"।

 # পলসনঃ(Paulsen)- "দর্শন হল সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমষ্টি বা সমন্বয়"।

স্পেনসারঃ(Spencer)- "দর্শন হল বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয় , বিজ্ঞান আংশিকভাবে ঐক্যবদ্ধ জ্ঞান আর দর্শন হল সামগ্রিকভাবে ঐক্যবদ্ধ জ্ঞান"।
ফিকটেঃ(Fichte)- "দর্শন হল জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান"।
কান্টঃ(Kant)- "দর্শন হল জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ও তার সমালোচনা" ।
কোঁতেঃ(Comte)- "দর্শন হল সকল বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান"।
পেরিঃ(Perry)- "দর্শন আকস্মিক কিছু নয় , অলৌকিকও নয় , বরং অনিবার্য ও স্বাভাবিক"।
মারভিনঃ(Marvin)- "দর্শন হল এমনই এক সত্যের প্রতি অনুরাগ - যা জ্ঞানের ভান্ডারকে পূর্ণ করে"।
রাসেলঃ(Russell)- "দর্শন হল সকল বিজ্ঞানের মূল্যভিত্তির যৌক্তিক বা বিচারমূলক আলোচনা"।
এয়ারঃ(Ayer)- "দর্শন হল ভাষার সমালোচনা"।
হেগেলঃ(Hegel)- "দর্শন হল পরম সচেতন সত্তা সম্পর্কীত তাত্ত্বিক আলোচনা"।

Q.11 "Epistemology" - শব্দের অর্থ কী ?

Ans:- পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার ইংরেজী প্রতিশব্দ হল "Epistemology" , যা দুটি গ্রীক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত । একটি হল "Epistemo", যার অর্থ "জ্ঞান" এবং অপরটি "Logos" , যার অর্থ হল বিদ্যা বা বিজ্ঞান ।সুতরাং "Epistemology" শব্দের আক্ষরিক বা বুৎপত্তিগত অর্থ হল জ্ঞান সংক্রান্ত বিজ্ঞান বা জ্ঞান সম্পর্কীয় বিদ্যা ।

Q.12 জ্ঞানবিদ্যা বলতে কি বোঝ ?

Ans:- দর্শনের যে শাখায় বা শাস্ত্রে জ্ঞান সমন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ জ্ঞান কি ? জ্ঞানের উৎপত্তি কি ভাবে হয় ? জ্ঞানের শর্ত কী ? জ্ঞানের সীমা কি ? জ্ঞানের বৈধতা কি ? প্রভৃতি প্রশ্নের আলোচনা করা হয় , তাকে বলে জ্ঞানবিদ্যা বা Epistemology ।

Q.13 জ্ঞানবিদ্যার সাথে দর্শনের সম্পর্ক বিষয়ক মতঃ-

Ans:- # কান্ট ও ফিকটের মতে , "দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যা অভিন্ন" ।
হল্ট , মারভিন , পেরি , পিটকিন প্রমুখ নব্যবস্তুবাদী দার্শনিকদের মতে - "দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার কোনো প্রয়োজন নেই" ।

Q.14 "Metaphysics" - শব্দের অর্থ কী ?

Ans:- পাশ্চাত্য দর্শনে অধিবিদ্যার ইংরেজী প্রতিশব্দ হল "Metaphysics" , যা একটি গ্রীক শব্দ "Ta Meta Ta Physika" থেকে উদ্ভুত হয়েছে ।যার "Meta" শব্দটির অর্থ "অতিক্রান্ত"(Beyond) এবং "Physics" শব্দটির অর্থ হল পরিদৃশ্যমান জগৎ (Physical World) । সুতরাং "Metaphysics" শব্দের আক্ষরিক বা বুৎপত্তিগত অর্থ হল পরিদৃশ্যমান জগতের অতিবর্তী জগৎ বা ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ ।

Q.15 অধিবিদ্যা বলতে কি বোঝ ?

Ans:- দর্শনের যে শাখা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অবভাসিত বাহ্যরূপকে অতিক্রম করে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুসত্তাকে জানতে চায় ও ব্যাখ্যা করতে চায় তাকেই বলা হয় অধিবিদ্যা বা "Metaphysics" । অন্যভাবে বলা যায় যে , অধিবিদ্যা হল দর্শনের এমন এক শাখা যা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর স্বরূপ বা প্রকৃত সত্তা নিয়ে আলোচনা করে ।

Q.16 অধিবিদ্যার সাথে দর্শনের সম্পর্ক বিষয়ক মতঃ-

Ans:- # প্লেটো , অ্যারিস্টটল , হেগেল ,ব্রাডলে , আলেকজান্ডার প্রমুখ দার্শনিকদের মতে , "দর্শন এবং অধিবিদ্যা এক ও অভিন্ন" ।
হিউম , কোঁতে প্রমুখ অভিজ্ঞতাবাদী ও দৃষ্টিবাদী দার্শনিকদের মতে - "অধিবিদ্যা সম্ভব নয়" ।
এয়ার , কারনাপ প্রমুখ যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী দার্শনিকগণ বলেন , "অধিবিদ্যা অর্থহীন"।
হার্বার্ট , স্পেন্সার , হ্যামিল্টন প্রমুখ দার্শনিকগণ বলেন , "অধিবিদ্যা জগৎ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়"।

Q.17 তত্ত্ব ও অবভাস কী ?

Ans:- পার্থিব জগতের প্রতিটি বস্তুর দুটি রূপ আছে । একটি হল তার বাহ্যরূপ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ , যাকে বলা হয় অবভাস (Phenomena) আর অপরটি হল বস্তুর আসল রূপ বা ইন্দ্রিয়াতীত রূপ , যাকে বলা হয় তত্ত্ব (Reality) । বস্তুর বাহ্যরূপ বা অবভাস হল অনিত্য , অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ ও নিয়ত পরিবর্তনশীল । অপরপক্ষে , বস্তুর আসল রূপ বা তত্ত্ব হল নিত্য , অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ ও অপরিবর্তনীয় ।

Q.18 অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় কি ?

Ans:- দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তা আছে কি ? সেই সত্তার স্বরূপ কি ? সেই সত্তা কি জড় না আধ্যাত্মিক ? জগতে বিবর্তন কি যান্ত্রিকভাবে না উদ্দেশ্যমূলকভাবে হয়েছে ? প্রাণ ও মনের স্বরূপ কী ? প্রাণ কি জড় থেকে উদ্ভূত হয়েছে ? এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে ঈশ্বরের কি কোনো অস্তিত্ব আছে ? ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ কি ? ঈশ্বরের সাথে জীব ও জগতের সম্পর্ক কি ? ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিভাবে প্রমাণিত হবে ? - প্রভৃতি প্রশ্ন নিয়ে অধিবিদ্যা আলোচনা করে থাকে ।

Q.19 "Ethics" - শব্দের অর্থ কী ?

Ans:- পাশ্চাত্য দর্শনে নীতিবিদ্যার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Ethics' যা একটি গ্রীক শব্দ "Ta Ethica" বা "Ethos" থেকে উদ্ভূত হয়েছে । "Ethos" শব্দের অর্থ হল চরিত্র (Character) - যা আবার সামাজিক প্রথা , রীতিনীতি , অভ্যাস প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । কাজেই বুৎপত্তিগত অর্থে নীতিবিদ্যা হল মানুষের চরিত্র বা আচার-আচরণ সম্পর্কীত বিজ্ঞান ।

Q.20 নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বিভিন্ন দার্শনিকদের মতামত গুলি বলো ।

Ans:- # উইলিয়াম লিলি বলেছেন , **"নীতিবিজ্ঞান হল সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্পর্কীয় একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান , যা মানুষের আচরণের উচিত-অনুচিত বা ভালো-মন্দ বিচার করে"** ।
নীতিবিদ ম্যাকেঞ্জি বলেছেন , **"নীতিবিদ্যা হল আচরণের ঔচিত্য বা ভালোত্ব সম্পর্কীত আলোচনা"** ।

মুরহেড বলেছেন , **"নীতিবিদ্যা হল মানুষের আচরণের সঙ্গে যুক্ত সর্বোত্তম আদর্শের বিজ্ঞান" ।**
রজারস বলেছেন , **"নীতিবিদ্যা হল এমন এক বিজ্ঞান যা মানবীয় আচরণের পরম আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে" ।**

Q.21 নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় কি ?

Ans:- নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণের ঔচিত্যবোধ , নৈতিক আদর্শ ও মঙ্গলের কথা আলোচনা করে ।

Q.22 সমাজ দর্শন কাকে বলে ?

Ans:- যে শাস্ত্র দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যক্তি তথা সমাজ সম্বন্ধে এক চরম ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করে , তাকেই বলে সমাজ দর্শন (Socail Philosophy) । প্রখ্যাত চিন্তাবিদ গিসবার্ট , সমাজ দর্শনের সংজ্ঞায় বলেছেন , "সমাজ দর্শন হল সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনের মিলনস্থল" ।

Q.23 সমাজ দর্শনের আলোচ্য বিষয় কি ?

Ans:- সমাজ দর্শন , দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যাবতীয় সামাজিক ঘটনার মূল্যায়ন করে এবং সমাজজীবনের অন্তর্নিহিত মৌলিক তত্ত্ব বা নীতির সঙ্গে সামাজিক ঘটনাবলীর সম্পর্ক নিরূপন করে ।

Q.24 "Logic" - শব্দের অর্থ কী ?

Ans:- পাশ্চাত্য দর্শনে যুক্তবিদ্যার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Logic' যা একটি গ্রীক শব্দ "Logike" থেকে উদ্ভূত হয়েছে । "Logike" শব্দটি আবার ল্যাটিন বিশেষ্য পদ "Logos" শব্দের বিশেষণ পদ । যার অর্থ হল 'চিন্তা' । কাজেই বুৎপত্তিগত অর্থে "যুক্তিবিদ্যা বা তর্কবিদ্যা হল ভাষায় প্রকাশিত চিন্তা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান" ।

Q.25 যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় কি ?

Ans:- যুক্তির স্বরূপ , প্রকারভেদ , বৈধতার নিয়মাবলী , চিন্তার মূল সূত্র প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে যুক্তিবিদ্যা । এছাড়া আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়ারূপে সংজ্ঞাকরণ , শ্রেণীকরণ , নামকরণ , বিভাজন প্রভৃতি বিষয়ও যুক্তিবিদ্যা আলোচনা করে ।

Q.26